The Infinite
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 1 | August 2024
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.co.in

বিভিন্ন দেশ জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কৌশল এবং চ্যালেঞ্জ

আকার্শিকা শ্রী

বিএ এলএলবি (১০ম সেমিস্টার)

বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়

বিনীতা শ্রীবাস্তব

প্রিন্সিপাল

এস ভি এন পাবলিক স্কুল, চাস, বোকারো স্টিল সিটি

কীওয়ার্ড:

অসমতা, প্রচলিত অসমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, সংরক্ষণ নীতি, দক্ষতা।

বিমূর্ত

এই আলোচনাটি বৈষম্য হ্রাস এবং ইক্যুইটি প্রচারের লক্ষ্যে তাদের সিস্টেম এবং নীতিগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভিন্ন দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং এর প্রয়োগের ধারণাটি অন্বেষণ করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চায় যে সমাজের সকল অংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি থেকে উপকৃত হয়। আলোচনাটি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন এবং ভারতের মতো দেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল পরীক্ষা করে, যার মধ্যে বৈষম্য বিরোধী আইন, সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, শিক্ষা উদ্যোগ এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা রয়েছে।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীনে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ব্যাপক আইনি কাঠামো এবং সামাজিক নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য যেমন

জাতিগত, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা বৈষম্য মোকাবেলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভারতে, সরকারি চাকরিতে রিজার্ভেশন ব্যবস্থা হল একটি বৃহত্তর পদ্ধতির একটি উপাদান যা সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, শিক্ষা উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

আলোচনা এও হাইলাইট করে যে রিজার্ভেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য নীতিগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনের জন্য বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন। আইনী সুরক্ষা, সামাজিক সমর্থন এবং অর্থনৈতিক সুযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য যেমন- বর্ণ, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক পক্ষপাতের মোকাবিলা করা আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। কথোপকথন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি প্রচারে চলমান নীতি সংস্কার এবং উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।

ভূমিকা

অসমতা একটি সমাজে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ, সুযোগ এবং বিশেষাধিকারের অসম বন্টনকে বোঝায়। এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য (আয় এবং সম্পদের পার্থক্য), সামাজিক বৈষম্য (শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনযাত্রার অবস্থার বৈষম্য), এবং রাজনৈতিক অসমতা (ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসম অ্যাক্সেস) সহ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেতে পারে। বৈষম্য প্রায়শই সামাজিক স্তরবিন্যাসের দিকে পরিচালিত করে এবং দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতার চক্রকে স্থায়ী করতে পারে, যা মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক গতিশীলতার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য রয়েছে: অর্থনৈতিক অসমতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আয়, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সুযোগের পার্থক্য জড়িত। সামাজিক বৈষম্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসনের মতো সম্পদের অ্যাক্সেসে বৈষম্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাজনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে অসম প্রবেশাধিকার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে অবস্থান, ক্ষমতা এবং সুযোগের পার্থক্য বোঝায়। জাতিগত এবং জাতিগত অসমতা জাতি বা জাতিগততার উপর ভিত্তি করে বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত, যা কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং অপরাধমূলক বিচারকে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্য বৈষম্য

স্বাস্থ্যের অবস্থার বিভিন্নতা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস জড়িত। শিক্ষাগত বৈষম্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রবেশাধিকার এবং শিক্ষাগত ফলাফলের পার্থক্যকে উদ্বিগ্ন করে। স্থানিক বৈষম্য বলতে ভৌগলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সম্পদ এবং জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য বোঝায়, যেমন শহর বনাম গ্রামীণ এলাকা। ভাষাগত অসমতা ভাষা বা উপভাষার পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয়, যা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি ধরণের বৈষম্য অন্যদের সাথে ছেদ করতে পারে, জটিল এবং বহুমুখী অসুবিধা তৈরি করে।

প্রাকৃতিক বৈষম্য বলতে ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য বোঝায় যা তাদের ক্ষমতা, প্রতিভা এবং বৈশিষ্ট্যের প্রাকৃতিক বৈচিত্র থেকে উদ্ভূত হয়। এই পার্থক্যগুলির মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন শক্তি এবং স্বাস্থ্য, সেইসাথে বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতার মতো মানসিক গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। প্রাকৃতিক বৈষম্যকে মানব বৈচিত্র্যের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে আলাদা, যা প্রায়শই সামাজিক কাঠামো এবং নীতির ফলাফল।

প্রচলিত অসমতা বলতে বোঝায় যে বৈষম্য সামাজিক নিয়ম, প্রতিষ্ঠান এবং মানবসৃষ্ট ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রাকৃতিক বৈষম্যের বিপরীতে, যা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয়, প্রচলিত অসমতা সামাজিক নিয়ম, আইন এবং অনুশীলন দ্বারা গঠিত হয়। এই ধরনের বৈষম্যের মধ্যে রয়েছে নীতির কারণে অর্থনৈতিক বৈষম্য, শ্রেণী বা বর্ণের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অসম প্রবেশাধিকার। প্রচলিত বৈষম্য প্রায়ই সামাজিক সংস্কার, নীতির সমন্বয় এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন সাপেক্ষে।

একটি আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রচলিত অসমতা হ্রাস বা অপসারণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত:

1. শিক্ষা: সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, যা খেলার ক্ষেত্রকে সমান করতে সাহায্য করতে পারে এবং ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সুযোগ প্রদান করতে পারে।

2. অর্থনৈতিক নীতি: আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমাতে প্রগতিশীল কর, ন্যূনতম মজুরি আইন এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

3. বৈষম্য বিরোধী আইন: আইন প্রয়োগ করা যা জাতি, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে সমান আচরণ এবং সুযোগের প্রচারের জন্য।

4. স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস: সমস্ত ব্যক্তি যাতে তাদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল বজায় রাখতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সম্প্রসারণ করা।

5. রাজনৈতিক সংস্কার: রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যাতে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তাদের স্বার্থের প্রতিশ্রুতি হয়।

6. সামাজিক কর্মসূচী: সহায়তা এবং সংস্থান প্রদানের জন্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে এমন প্রোগ্রামগুলি তৈরি করা, যেমন আবাসন সহায়তা, চাকরির প্রশিক্ষণ, এবং খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগ।

7. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: বৈষম্যমূলক মনোভাব এবং আচরণকে চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন করার জন্য সাম্য, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয় এমন সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধের প্রচার।

প্রচলিত অসমতা এবং প্রাকৃতিক অসমতার মধ্যে সম্পর্ক হল যে প্রচলিত অসমতা প্রায়ই প্রাকৃতিক অসমতার প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে। যদিও প্রাকৃতিক বৈষম্য ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলিকে বোঝায়, প্রচলিত অসমতা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে এই পার্থক্যগুলিকে বড় করতে পারে যা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে অন্যদের চেয়ে পছন্দ করে। প্রচলিত বৈষম্য মোকাবেলা করার মাধ্যমে, সমাজ প্রাকৃতিক বৈষম্যের প্রভাব প্রশমিত করতে পারে এবং একটি আরও স্তরের খেলার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে যেখানে সমস্ত ব্যক্তি তাদের ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টার ভিত্তিতে সফল হওয়ার সুযোগ পায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যার লক্ষ্য সমাজের সকল অংশ, বিশেষ করে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করা। এটি ন্যায্যতা, সুযোগের সমতা এবং সকল ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষার উপর জোর দেয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য হল আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায্য সমাজ তৈরি করা যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র কয়েকজনের জন্য নয়, প্রত্যেকের জন্য উন্নত কল্যাণে অনুবাদ করে। মূল দিকগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ জল এবং স্যানিটেশনের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে প্রত্যেকের অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করা, চাকরির সুযোগ তৈরি করা এবং দারিদ্র্য এবং আয় বৈষম্য কমাতে ন্যায্য মজুরি প্রচার করা

এবং নীতি ও অনুশীলনের প্রচার করা যা প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে নিশ্চিত করে, যেমন নারী, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু, এটি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে সমস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করে, পরিবেশ সুরক্ষার সাথে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা নিশ্চিত করতে সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সকলের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখে। ব্যক্তি, নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন না করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখার এবং উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যা একটি আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সমন্বিত সমাজের দিকে পরিচালিত করে।

আমেরিকায়, বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং নীতির লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মূল প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত:

নাগরিক অধিকার আইন যেমন 1964 সালের নাগরিক অধিকার আইন এবং আমেরিকানস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্ট (ADA) জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয় উত্স এবং অক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং জনসাধারণের বাসস্থানে সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। সামাজিক নিরাপত্তা, মেডিকেড এবং পরিপূরক পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি (SNAP) এর মতো সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলি নিম্ন আয়ের ব্যক্তি এবং পরিবারকে আর্থিক ও স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক কর্মনীতি বৈচিত্র্যকে উন্নীত করতে সাহায্য করে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য সুযোগ প্রদান করে। সমান সুযোগ আইন এবং প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি, যেমন সমান কর্মসংস্থান সুযোগ কমিশন (EEOC), কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে এবং ন্যায্য নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অনুশীলন নিশ্চিত করে। শিক্ষামূলক উদ্যোগ যেমন শিরোনাম I অর্থায়ন নিম্ন-আয়ের এলাকার স্কুলগুলিকে শিক্ষার ফলাফল উন্নত করতে এবং সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য সংস্থান সরবরাহ করতে সহায়তা করে। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট (HUD) দ্বারা পরিচালিত, অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রদানের লক্ষ্য। সাশ্রয়ী মূল্যের যত্ন আইন (ACA) এর মতো স্বাস্থ্য প্রোগ্রামগুলি স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেসকে প্রসারিত করে এবং স্বাস্থ্যের ফলাফলের বৈষম্য কমানোর লক্ষ্য রাখে।

বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে: জাতিগত বৈষম্যের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিদের সাথে তাদের জাতি বা জাতি সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিকূল আচরণ করা। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে একজন ব্যক্তির লিঙ্গ বা লিঙ্গ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে অন্যায় আচরণকে বোঝায়। বয়স বৈষম্য ঘটে যখন ব্যক্তিদের সাথে তাদের বয়সের কারণে অন্যায় আচরণ করা হয়, বিশেষ করে বয়স্ক কর্মীদের প্রভাবিত করে। অক্ষমতা বৈষম্য শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিকূল আচরণ জড়িত। ধর্মীয় বৈষম্য বলতে একজন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে অন্যায় আচরণকে বোঝায়। যৌন অভিমুখী বৈষম্য ঘটে যখন ব্যক্তিদের সাথে তাদের যৌন অভিমুখতার কারণে অন্যায়ভাবে আচরণ করা হয়। জাতিগত বৈষম্য সাংস্কৃতিক পটভূমি বা জাতিগততার উপর ভিত্তি করে অন্যায় আচরণ জড়িত। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বলতে ব্যক্তিদের প্রতি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বা শ্রেণির ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্ব বোঝায়।

এই ধরনের বৈষম্য মোকাবেলার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে এবং সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য আইনি সুরক্ষা, সমর্থন এবং শিক্ষা জড়িত।

যুক্তরাজ্যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সমতাকে উন্নীত করার জন্য অনেকগুলি সিস্টেম এবং নীতি তৈরি করা হয়েছে যেমন:

সমতা আইন 2010: এই বিস্তৃত আইনটি পূর্ববর্তী বৈষম্য বিরোধী আইনগুলিকে একত্রিত করে এবং সংরক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে বৈষম্য থেকে ব্যক্তিদের রক্ষা করে, যেমন বয়স, অক্ষমতা, লিঙ্গ পুনঃনির্ধারণ, জাতি, ধর্ম বা বিশ্বাস, লিঙ্গ এবং যৌন অভিযোজন। এটি কর্মসংস্থান, শিক্ষা, এবং পণ্য ও পরিষেবার বিধান কভার করে।

পাবলিক সেক্টর ইকুয়ালিটি ডিউটি: সমতা আইন 2010 এর অধীনে, সরকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে কিভাবে তাদের নীতি এবং অনুশীলনগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এবং বৈষম্য দূর করতে, সুযোগের সমতা অগ্রসর করতে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে কাজ করে।

কল্যাণ ও সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি: সার্বজনীন ক্রেডিট, হাউজিং বেনিফিট এবং বিভিন্ন অক্ষমতার সুবিধার মতো প্রোগ্রামগুলি দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজনে ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

শিক্ষা নীতি: যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে উন্নীত করার নীতি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা (SEN) সহায়তা এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যাকগ্রাউন্ডের শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা।

কর্মসংস্থান এবং দক্ষতার উদ্যোগ: UK বিভিন্ন স্কিম এবং প্রবিধানের মাধ্যমে ন্যায্য কর্মসংস্থান অনুশীলন এবং সমান সুযোগের প্রচার করে, যেমন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষানবিশ এবং দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করার উদ্যোগ।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিচর্যা পরিষেবা: ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (NHS) সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে, যার লক্ষ্য স্বাস্থ্যের বৈষম্য কমানো এবং নিশ্চিত করা যে সকল ব্যক্তির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার অ্যাক্সেস রয়েছে।

যুক্তরাজ্যে, বৈষম্য বিভিন্ন রূপে ঘটতে পারে। জাতিগত বৈষম্য জাতি, জাতিগততা বা ত্বকের রঙের উপর ভিত্তি করে অন্যায় আচরণ জড়িত। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে লিঙ্গ বা লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে অসম আচরণকে বোঝায়। বয়স বৈষম্য তাদের বয়সের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে, বয়স্ক এবং অল্প বয়স্ক উভয়কেই প্রভাবিত করে। অক্ষমতা বৈষম্য শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিকূল আচরণ জড়িত। ধর্মীয় বৈষম্য ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে অন্যায় আচরণের সাথে সম্পর্কিত। যৌন অভিযোজন বৈষম্য একজন ব্যক্তির যৌন অভিমুখের উপর ভিত্তি করে বৈষম্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সমকামী, সমকামী, বা উভকামী। লিঙ্গ পুনঃঅর্পণ বৈষম্য সেই ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে যারা লিঙ্গ পুনঃঅ্যাসাইনমেন্টের মধ্য দিয়ে গেছে। গর্ভাবস্থা এবং মাতৃত্বের বৈষম্য গর্ভাবস্থা, প্রসব বা মাতৃত্বকালীন ছুটির সাথে সম্পর্কিত অন্যায় আচরণের উদ্বেগ। বিবাহ এবং নাগরিক অংশীদারিত্ব বৈষম্য বৈবাহিক অবস্থা বা নাগরিক অংশীদারিত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিকূল আচরণ জড়িত। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, যদিও কম স্পষ্টভাবে আইন দ্বারা আচ্ছাদিত, একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা বা সামাজিক শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে

পক্ষপাতকে বোঝায়। এই বৈষম্যের প্রতিটি রূপই কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সহ জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করতে পারে।

ফ্রান্সে, বেশ কিছু ব্যবস্থা এবং নীতির লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সমতাকে উন্নীত করা: বৈষম্য বিরোধী আইন: ফরাসি আইন, যেমন 2008 সালের আইন সমান সুযোগ এবং 2016 সালের আইন পেশাগত ও পারিবারিক জীবনের পুনর্মিলনের লক্ষ্যে লড়াই করা। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য। এই আইনগুলি কর্মসংস্থান, আবাসন এবং সরকারি পরিষেবাগুলির মতো ক্ষেত্রগুলিকে কভার করে। সমতা এবং বৈষম্য বিরোধী কর্তৃপক্ষ: বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং সমতার জন্য (HALDE), যা ডিফেন্ডার অফ রাইটস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, এটি সমাধানের জন্য কাজ করে এবং বৈষম্য প্রতিরোধ এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান আচরণের প্রচার। সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি: ফ্রান্সে আবাসন সহায়তা, বেকারত্বের সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি রয়েছে, যা প্রয়োজনে ব্যক্তিদের সহায়তা এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য কমাতে ডিজাইন করা হয়েছে। শিক্ষা নীতি: ফরাসি শিক্ষা ব্যবস্থায় সুবিধাবঞ্চিত ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের সমর্থন করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাস করা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রোগ্রাম। কর্মসংস্থান প্রবিধান: আইন ও প্রবিধান, যেমন ফরাসি শ্রম কোড, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের প্রচার, লিঙ্গ বেতনের ব্যবধান এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করা। অ্যাক্সেসযোগ্যতা আইন: ফ্রান্সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আইন রয়েছে, যার মধ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য পাবলিক ভবন এবং পরিবহনের বিধান রয়েছে।

চীনে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাকে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি:** চীনা সরকার "চীন দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা" এর মতো নীতিগুলি বাস্তবায়ন করেছে, যা দারিদ্র্য হ্রাস এবং অনুন্নত অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উত্সাহিত করে।
- **শিক্ষা নীতি:** "বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন" এর মতো কর্মসূচির লক্ষ্য শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং সার্বজনীন শিক্ষা প্রদান করা, যার মধ্যে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকা থেকে আসা, শিক্ষার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- **সমাজকল্যাণ কর্মসূচী:** চীন স্বল্প আয়ের ব্যক্তি ও পরিবারকে সমর্থন করার জন্য স্বাস্থ্য, পেনশন এবং বেকারত্বের জন্য সামাজিক বীমা প্রকল্প সহ সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করেছে।

- **আইনি সুরক্ষা:** "বৈষম্য বিরোধী আইন" বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু আইনি সুরক্ষা প্রদান করে, যদিও এটি অন্য কিছু দেশের তুলনায় কম ব্যাপক। সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং শিক্ষা ও বাসস্থানে বৈষম্যহীনতা সম্পর্কিত আইন ও প্রবিধান রয়েছে।
- **আঞ্চলিক উন্নয়ন উদ্যোগ:** আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে এবং সুষম উন্নয়নের জন্য চীন সরকার বিভিন্ন আঞ্চলিক উন্নয়ন উদ্যোগ চালু করেছে, যেমন "পশ্চিম উন্নয়ন কৌশল" এবং "উত্তর-পূর্ব চীনের পুনরুজ্জীবন"।

চীনে, বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের মধ্যে রয়েছে জাতিগত বৈষম্য, যা জাতিগত সংখ্যালঘু যেমন তিব্বতি, উইঘুর এবং অন্যান্য নন-হান গোষ্ঠীকে তাদের জাতিগততার ভিত্তিতে প্রভাবিত করে। লিঙ্গ বৈষম্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সমান বেতনে নারীদের প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে। অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির উন্নতির জন্য চলমান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী বৈষম্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে। হুকু সিস্টেম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে যারা গ্রামীণ থেকে শহুরে এলাকায় চলে যায়, সামাজিক পরিষেবা এবং কাজের সুযোগগুলিতে তাদের অ্যাক্সেসকে প্রভাবিত করে। বয়স বৈষম্য কর্মশক্তিতে বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং কর্মসংস্থানে তাদের অ্যাক্সেসকে প্রভাবিত করতে পারে। উপরন্তু, আঞ্চলিক বৈষম্য নগর ও গ্রামীণ এলাকা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, যার ফলে সম্পদ ও সুযোগের অসম প্রবেশাধিকার হয়। চীন নীতি সংস্কার এবং উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করে চলেছে, যদিও পূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত অন্তর্ভুক্তি অর্জনে চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে।

ভারতে, বিভিন্ন ব্যবস্থা ও নীতির লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা:সংরক্ষণ নীতি: ভারত ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ এবং তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি), এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (এসটি) জন্য সরকারী চাকরি ওবিসি) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য। সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি: পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পিডিএস), মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA), এবং ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (NFSA) এর মতো বিভিন্ন কর্মসূচি নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদান করে। এবং ব্যক্তি। আইন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন (2016) এর লক্ষ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং সহায়তা উন্নত করা। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন বৈষম্য এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা প্রদান করে। শিক্ষা উদ্যোগ: শিক্ষার অধিকার আইন (2009) এর মতো কর্মসূচির লক্ষ্য 6

থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা, বিধান সহ সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য। স্বাস্থ্য পরিকল্পনা: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেস প্রসারিত করতে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যের ফলাফল উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন: স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া এবং স্কিল ইন্ডিয়া উদ্যোগের মতো স্কিমগুলির লক্ষ্য উদ্যোক্তাদের সমর্থন করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য। ভারতে বৈষম্যের প্রকারের মধ্যে রয়েছে: বর্ণ বৈষম্য: বর্ণ প্রথার উপর ভিত্তি করে পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যায্য আচরণ, তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে। লিঙ্গ বৈষম্য: লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে অসমতা, যা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবাতে নারীর প্রবেশাধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে। ধর্মীয় বৈষম্য: ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে প্রতিকূল আচরণ, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে। অক্ষমতা বৈষম্য: আইনী সুরক্ষা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য। আঞ্চলিক বৈষম্য: ভৌগলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য, কম উন্নত অঞ্চলের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে, যেমন শহুরে কেন্দ্রের তুলনায় গ্রামীণ এলাকা। বয়স বৈষম্য: বয়সের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাত, কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অল্পবয়সী এবং বয়স্ক উভয়কেই প্রভাবিত করে। আইনি কাঠামো, সামাজিক নীতি এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই ধরনের বৈষম্য মোকাবেলায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও ব্যাপক এবং ন্যায়সঙ্গত অন্তর্ভুক্তি অর্জনে চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে।

সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার একটি উপাদান কিন্তু একমাত্র পরিমাপ নয়। যদিও এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠী, যেমন তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সুযোগ প্রদান করে, সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাগত আসনগুলির একটি শতাংশ সংরক্ষিত করে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সাথে একটি বিস্তৃত পরিসরের উদ্যোগ জড়িত।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি যা খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে সহায়তা করে। শিক্ষা উদ্যোগ, যেমন বৃত্তি, মিড-ডে মিল, এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা, সবার জন্য শিক্ষার অ্যাক্সেসকে উন্নীত করার লক্ষ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী যা উদ্যোক্তা, দক্ষতা উন্নয়ন, এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে একীভূত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত সুরক্ষা যা বৈষম্যের বিরুদ্ধে রক্ষা করে এবং সমান অধিকারের প্রচার করে। সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সম্প্রসারণ সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির

মঙ্গলকে উন্নত করতে সাহায্য করে, যখন অনুন্নত অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আঞ্চলিক বৈষম্যগুলি দূর করে এবং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস বাড়ায়।

সামগ্রিকভাবে, যদিও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনের জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতির প্রয়োজন যা বৈষম্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে মোকাবেলা করে এবং সমাজের সমস্ত অংশের জন্য সুযোগ প্রদান করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হল একটি বিস্তৃত পন্থা যার লক্ষ্য সমাজের সমস্ত অংশ নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি থেকে উপকৃত। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য মোকাবেলা করতে এবং ইক্যুইটি উন্নীত করার জন্য সিস্টেম এবং নীতি প্রয়োগ করে।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন এবং ভারতে, এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে বৈষম্য-বিরোধী আইন, সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, শিক্ষা উদ্যোগ এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা। বৈষম্য অনেক রূপ নিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে জাতিগত, লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা এবং আঞ্চলিক পক্ষপাত, প্রতিটি ব্যক্তির সুযোগ এবং জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

যদিও সরকারি চাকরিতে রিজার্ভেশন সিস্টেমের মতো পদক্ষেপগুলি তাৎপর্যপূর্ণ, তারা একটি বৃহত্তর কৌশলের শুধুমাত্র একটি অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। কার্যকর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আইনি মাত্রাগুলিকে সম্বোধন করে একটি আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ তৈরি করতে যেখানে সমস্ত ব্যক্তির উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সংরক্ষণের মাধ্যমে সমতা আনার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় তবে এটি একটি তিক্ত সত্য যে অসমতা কখনই হতে পারে না। সমাজ থেকে মুছে ফেলা হবে। মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য আলাদা, তারা কখনো সমান হতে পারে না। যখন তারা সমান হতে পারে না, তখন সামাজিক বৈষম্য দূর করা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত করা উচিত তবে এর অর্থ এই নয় যে সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে মেধা প্রভাবিত হয় এবং জাতির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

Reference

1. White, Howard. "Inclusive Development: Theory and Practice." Journal of Development Studies, vol. 50, no. 3, 2014, pp. 406-421.

2. Goldberg, Susan L. "Addressing Discrimination in Employment: The Role of Affirmative Action and Equal Opportunity Laws." Employment Law Review, vol. 23, no. 2, 2017, pp. 45-63.

3. Ravallion, Martin. "Social Welfare Systems and Inclusive Development: A Comparative Analysis."World Bank Research Observer, vol. 31, no. 1, 2016, pp. 1-24.

4. Qian, Yingyi, and Ravi Kanbur. "Regional Disparities and Inclusive Development: Case Studies from China and India."Economic Development and Cultural Change, vol. 66, no. 4, 2018, pp. 617-645.

5. Feinstein, Debra L. "Legal Frameworks for Disability Inclusion: A Global Perspective."Disability & Society, vol. 33, no. 7, 2018, pp. 1105-1121.

6.Art 14-18 The Constitution of India,1950.

7."India: Social Development Report 2018" edited by S. Irudaya Rajan. Published by Oxford University Press